R. N. No. 2532/57 Ph.- 266228 (P.), 267228 (Resi.) / STD 03483 P. Regd. No. Tech./WB/RNP 214/2003

মার্বেল সেণ্টার
প্রযত্নে- উল ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ, ফুলতলা (রাজা মার্কেট)
মার্বেল, গ্লেজড টালি, কাঁচ, প্লাই, পাম্প, মোটর, পাইপ ও SINTEX দরজা সরবরাহকারী
ফোন : ২৬৬৩৯৯

জঙ্গিপুর সংবাদ
সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
JANGIPUR SAMBAD, RAGHUNATHGANJ, MURSHIDABAD (W. B.)
প্রতিষ্ঠাতা- স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন : ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ মুর্শিদাবাদ

৮৯শ বর্ষ ৪০শ সংখ্যা রঘুনাথগঞ্জ ১৩ই ফাল্গুন, বুধবার, ১৪০৯ সাল, ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ২০০৩ সাল, নগদ মূল্য : ১ টাকা, বার্ষিক : ৫০ টাকা

কেন্দ্রের চাপে দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাসকারীর সংখ্যা পঁয়ষট্টি থেকে নেমে চল্লিশ শতাংশে

নিজস্ব সংবাদদাতা : কেন্দ্রীয় সরকারের চাপে রাজ্য সরকারের নির্দেশ মতো জেলায় দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাসকারীর তালিকা সংক্ষিপ্ত করা হলো। গত ৯৫ সালে বি পি এলের যে তালিকা তৈরী হয় সেখান থেকে তেমন কোন নাম বাদ না গিয়ে উল্টে আরও বেড়ে গিয়ে পঁয়ষট্টি শতাংশে দাঁড়ায় মুর্শিদাবাদ জেলায়। পাঁচ বছরে রাজ্যে বি পি এল তালিকাভুক্ত মানুষের সংখ্যা না কমে বরং বেড়ে যাওয়ায় কেন্দ্র রাজ্যকে এই খাতে অর্থ সাহায্য বন্ধের হুমকী দেয়। বাধ্য হয়ে তালিকা সংশোধন করার জন্য রাজ্য সরকার জেলায় জেলায় নাম সংযোজন বা সংশোধনের নির্দেশ দিয়ে তালিকা ছোট করবার সিদ্ধান্ত নেয়। এতে উল্টো বিপত্তি ঘটে। তালিকা থেকে নাম তো কেউ বাদই দেয়নি, উপরন্তু নতুন নাম সংযোজনের জন্য আবেদন এসে পড়ে। বাধ্য হয়ে তালিকা ছোট করবার জন্য প্রশাসন প্রতি গ্রাম পঞ্চায়েতে একজন করে এক্সটেনশন অফিসার নিয়োগ করে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও একজন সদস্যের সাহায্য নিয়ে তালিকা সংক্ষিপ্ত করার নির্দেশ পাঠায়। দেখা যায় যে এলাকায় যে যে রাজনৈতিক দলের প্রাধান্য সেখানে সেই দলভুক্ত সমর্থক মানুষদের নাম রেখে বিরোধী দলভুক্ত মানুষদের নাম কেটে দিয়ে জেলায় গড়ে চল্লিশ শতাংশ মানুষের নাম রেখে গত আগষ্ট ০২-এ চূড়ান্ত বি পি এল তালিকা (শেষ পৃষ্ঠায়)

তপশিলী জাতি ও উপজাতি ভূয়া সার্টিফিকেট বাতিলের দাবীতে ধর্ণা ও অনশন

নিজস্ব সংবাদদাতা : কনফেডারেশন অফ এস,সি/এস,টি/ও বি সি অফ ওয়েষ্ট বেঙ্গল, মুর্শিদাবাদ জেলা শাখা ভূয়া সার্টিফিকেট বাতিলের দাবীতে গত ২৪ ফেব্রুয়ারী জঙ্গিপুর মহকুমা শাসকের অফিসের সামনে ধর্ণা ও অনশন শুরু করেন। তাঁদের পাঁচ দফা দাবীর মধ্যে ছিল ১) তফশিলী জাতি/উপজাতি সার্টিফিকেট দিতে অযথা হয়রানি বন্ধ করতে হবে ও শীঘ্র সার্টিফিকেট দিতে হবে। ২) অবিলম্বে ভূয়া সার্টিফিকেট বাতিল করতে হবে ও ওই শূন্য পদে প্রকৃত এস সি দের নিয়োগ করতে হবে। ৩) এস ডি ও মণীষ রায়ের রিপোর্ট বাতিল করতে হবে ও ওই তালিকাটি পুনরায় তদন্ত করে রিপোর্ট পাঠাতে হবে। ৪) চাকরীর ক্ষেত্রে এস টি কোটা পূর্ণ করতে হবে। ৫) কনফেডারেশনের মাধ্যমে এস সি/এস টি চিহ্নিত করতে হবে। ভারপ্রাপ্ত মহকুমা শাসক সবুজবরণ সরকার অনশনকারীদের দাবী দাওয়া সহানুভূতির সঙ্গে দেখবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। এক সাক্ষাৎকারে কনফেডারেশন অফ এস সি/এস টি/ও বি সি অফ ওয়েষ্ট বেঙ্গল, মুর্শিদাবাদ জেলা শাখার অন্যতম নেতা ভরতচন্দ্র মণ্ডল জানান, দীর্ঘদিন ধরে আমরা ভূয়া সার্টিফিকেট বাতিলের দাবী জানিয়ে আসছি। রাজ্য সরকারও জেলা শাসককে বিষয়টি খতিয়ে দেখে ভূয়া সার্টিফিকেট বাতিল ও দোষীদের শাস্তির নির্দেশ দেন। তৎকালীন জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক মণীষ রায়ের অসাধুতায় বহু ভূয়া সার্টিফিকেট বাতিল না হয়ে সঠিক বলে প্রমাণিত হয়। এর ফলে ভূয়া সার্টিফিকেটধারীরা বহাল তবিয়তে চাকরী ও সব রকম সুযোগ সুবিধা ভোগ করে যাচ্ছে। এদিকে যারা প্রকৃত তফশিলী জাতি/উপজাতি তারা সার্টিফিকেট পেতে হয়রান হচ্ছে। জঙ্গিপুর মহকুমায় ৬৬ জন ভূয়া সার্টিফিকেট নিয়ে ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, কলেজের লেকচারার, ব্যাঙ্কের উচ্চ পদস্থ পদে বসে আছে।

ধুলিয়ানের পুরপতি কংগ্রেস কাউন্সিলারদের চাপে টেণ্ডার বাতিল করলেন

নিজস্ব সংবাদদাতা : ধুলিয়ান পুরসভার পুরপতি সওদাগর আলী কংগ্রেস কাউন্সিলারদের চাপে আত্মসমর্পণ করলেন। গত ১১ ফেব্রুয়ারী বোর্ড অফ কাউন্সিলারদের মিটিংয়ে কংগ্রেস কাউন্সিলার সফর আলী পুরপতির কাছে কিভাবে তিন ঠিকাদারকে কাজ দিলেন জানতে চান। ৩নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলার এনতাজ আলী পুরপতির পক্ষ নিয়ে কথা বলতে গেলে প্রচণ্ড বাকবিতণ্ডার সৃষ্টি হয়। দুজনের মধ্যে হাতাহাতি হওয়ারও পরিস্থিতি দেখা দেয়। শেষে কংগ্রেস কাউন্সিলারদের চাপে পুরপতি ঐ টেণ্ডার বাতিল বলে ঘোষণা করতে বাধ্য হন। এই পরিস্থিতিতে সওদাগর অনুগামী তিন কাউন্সিলার আবার কংগ্রেস দলে ফিরে আসছেন বলে শোনা যাচ্ছে। এর পূর্বে দুজন কাউন্সিলার কংগ্রেস দলে যোগ না দিলেও তাঁরা সওদাগরের সাথে যে আর নেই তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। অন্যদিকে পুরপতি ও উপপুরপতির মধ্যে সম্পর্কও ভালো নেই। একে অন্যকে নানাভাবে দোষারোপ করতে ব্যস্ত। এর ফলে বর্তমানে ধুলিয়ান পুর অফিসে কোন কাজই হচ্ছে না। সাধারণ মানুষ জন্ম-মৃত্যুর প্রমাণপত্র বা অন্যান্য কাজে পুরসভা গিয়ে হয়রান হচ্ছেন।

গৃহ তৈরী অনুদান অসম্পূর্ণ থাকায় গৃহ তৈরী সম্পূর্ণ হয়নি

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘি ব্লকের মনিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের হরিরামপুর গ্রামের সুশেন হেমব্রমকে গৃহ নির্মাণের জন্য কুড়ি হাজার টাকা অনুদান দেবার সরকারী নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও তাঁকে অর্দ্ধেক টাকা দশ হাজার দেওয়া হয়। এর ফলে হতদরিদ্র আদিবাসীর ঘর তৈরীর স্বপ্ন মাঝপথে দাঁড়িয়ে গেছে। বাকী দশ হাজার টাকার জন্য তিনি সাগরদীঘি পঞ্চায়েত সমিতিতে ঘুরে ঘুরে হয়রান হচ্ছেন। ঘরটিও অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়ে আছে। চাঁদপাড়া আদিবাসী গ্রামেরও তিনজনকে একইভাবে কুড়ি হাজার টাকার মধ্যে সাগরদীঘি পঞ্চায়েত সমিতি থেকে দশ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। সরকারী খাতায় তাদের নামে কত টাকা দেখিয়ে তাদের টিপসই নেওয়া হয়েছে তারা তা জানেন না। উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে এ ব্যাপারে সহানুভূতিশীল হতে তারা প্রার্থনা জানাচ্ছেন।

অবশেষে রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকে শিশু খাদ্য সরবরাহ চালু হলো

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের আই, সি, ডি, এস দপ্তরের খাদ্য পরিবহন সংক্রান্ত টেণ্ডারের বিরুদ্ধে রঘুনাথগঞ্জের জনৈক ব্যবসায়ী ছোটন দত্ত পদ্ধতিগত ত্রুটির অভিযোগ এনে কলকাতা হাই কোর্টে এক মামলা দায়ের করেন। তার ফলে এলাকায় শিশুদের দ্বিপ্রাহরিক খাদ্য সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে মামলার ধার্য দিন উভয় পক্ষের কেউ হাজির না থাকায় মামলাটি খারিজ হয়ে যায় বলে খবর। শিশুদের কথা বিবেচনা করে গত ১৩ ফেব্রুয়ারী জেলায় এক সভায় কান্দীর এক কোঃ অপারেটিভকে রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লক এলাকায় শিশু খাদ্য সরবরাহের দায়িত্ব দেওয়া হয়। এক সাক্ষাৎকারে এখবর জানান ডিষ্ট্রিক্ট প্রোগ্রাম অফিসার প্রত্যর্পণ সিংহ রায়।

শরৎচন্দ্র পণ্ডিতের (দাদাঠাকুর) অনবদ্য সৃষ্টি বিদূষক পত্রিকার বাছাই রচনা থেকে সংকলিত
সেরা বিদূষক (১ম ও ২য় খণ্ড)
দাম : প্রতি খণ্ড ১০০.০০, দুই খণ্ড একত্রে ১৪০.০০ (ডাক খরচ পৃথক)
প্রাপ্তিস্থান : দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন/রঘুনাথগঞ্জ/মুর্শিদাবাদ। ফোনঃ এস টি ডি ০৩৪৮৩/২৬৬২২৮ (প্রেস) /২৬৭২২৮ (বাড়ী)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৩ই ফাল্গুন বুধবার, ১৪০৯ সাল।

মধ্যযুগীয় অমানবিকতা

এ দেশের সমাজ ব্যবস্থায় রহিয়াছে পিতৃতান্ত্রিকতা এবং পুরুষ শাসন। বহুকাল হইতে তাহা চলিয়া আসিতেছে। সময়ের অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে কিন্তু পুরুষশাসিত সমাজের রক্ত চক্ষুর শাসানির কোন রকম হেরফের হইয়াছে বলিয়া মনে হয়না। যুগ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে কিন্তু সনাতনি মানসিকতার তেমন একটা পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। মানুষ হারাইয়া ফেলিয়াছে তাহার মানবিকতাবোধ, তাহার মনুষ্যত্ববোধ। প্রমথ চৌধুরীর একটা কথা প্রসঙ্গতই মনে আসে——মানুষ সভ্য হইলেও মানুষই থাকে, সভ্য মানুষের সত্তার মূলে রহিয়াছে আদিম মানব। এই আদিম মানব অমানবিক এবং পাশবিক। মানুষের মধ্যে থাকে সর্বনাশা এই মানুষ। বনফুলের ভাষায় ঃ 'সুখসুবিধাপূর্ণ জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত থাকিয়া আমরা ভুলিয়া যাই যে আমরাও ভিতরে ভিতরে পশু, বিপদে পড়িলে আমাদেরও পশুত্ব প্রকট হইয়া পড়ে।' শুধু তাহাই নহে, অন্যকে বিপন্ন করিতে পারিলে মান হুঁশ যুক্ত মানুষ আদিম আনন্দ বোধ করি। সকলেই করেন তাহা নহে। গড়পড়তা মানুষ। আমরা যে সমাজে বাস করি সেখানে গড়পড়তা মানুষের ইচ্ছাই কার্যক্ষেত্রে বাস্তবায়িত করা হয় সাধারণত। গড়পড়তা মানুষের ইচ্ছার সমষ্টি নাকি সমাজ। আর আমরা এই সমাজের মানুষ। এই সমাজে পুরুষের প্রাধান্য। নারীরা তাহাদের ইচ্ছার যূপকাষ্ঠে অনেকটা বলির পাঁঠার মত অসহায়। ভুলিয়া যাই নারী আমাদের কন্যা, জায়া এবং জননী। ভুলিয়া যাই—'জীবনের আকাশে যখন রিক্ততার পূর্ণ গ্রাস দেখা দেয়, সেই নিঃসীম অন্ধকারে একটি মাত্র আলোর রেখা তখনো বেঁচে থাকে। সেটি মায়ের মুখ।' অথচ তাহারা আজ নানাভাবে অত্যাচারিত, নিগৃহীত। এখনও বিবাহের আসরে নারীর মূল্যমান 'টাকার থলি' হিসাবে। এখনও চলে বধূ নির্যাতন, বধূ হত্যা। এখনও সমানভাবে চলে রাস্তায় পথে ঘাটে দূরভাষে দুঃশাসনীয় ইভটিজিং। দ্রৌপদীর মত এখনও নির্যাতিতা নারীরা। এখনও মিথ্যা অপবাদ দিয়া সুস্থ মানুষকে ডাইনী সাজাইয়া তাহার উপর পাশবিক নৃশংসতা দেখান হয়। এখনও ব্যভিচারের মিথ্যা কলঙ্ক এবং অপবাদ দিয়া নারী চরিত্রকে কলুষিত করিতে সমাজ মানসের চেতনায় বিন্দুমাত্র বাধে না। এই জেলার একটি গ্রামে সম্প্রতি এক গৃহবধুর উপর অত্যাচারের দণ্ড যে ভাবে নামিয়া আসিয়াছে তাহা যেমন নিষ্ঠুর তেমনি অমানবিক। সমাজের মাতব্বরেরা তাহাকে অভিযুক্ত করিয়া শাস্তি হিসাবে তাহার হাঁটুতে পেরেক ঠুকিয়াছে, মাথায় লোহার রড দিয়া আঘাত করিয়াছে। তাহার মাথার চুল কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে, মাথার ক্ষত স্থানে মোবিল ঢালিয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়া সংবাদে প্রকাশ।

আমরা মানুষ হইয়াছি——কিন্তু আমাদের আচরণে সেই 'মান' এবং 'হুঁশে'র কোন পরিচয় নাই। একবিংশ শতকের সভ্যতা ও সংস্কৃতির আলোকে আমরা মানুষেরা আমাদের চিত্তলোক এবং চেতনালোককে কতটুকু আলোকিত করিতে পারিয়াছি ? এখনও আমাদের সামাজিক আচার আচরণে মধ্যযুগীয় অমানবিকতার স্পষ্ট প্রকাশ।

সমাজে ভোগবাদ উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে। যাহাদের হাতে বিপুল বৈভব এবং ক্ষমতার দণ্ড রহিয়াছে—— জীবনান্দীয় ভাষায় বলিতে হয়—'যাদের হৃদয়ে কোনো প্রেম নেই—প্রীতি নেই—করুণার আলোড়ন নেই/পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া'।

মধ্যযুগীয় মানসিকতার এই অদ্ভুত আঁধার হইতে কবে উত্তরণ ঘটিবে আমাদের চৈতন্যের কে জানে ?

নেতাজী সুভাষ ও ভারত সরকার

অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সদর দপ্তরে একটি গোপন রিপোর্ট রয়েছে। (মূল ফাইল নং দশ; রেফারেন্স নং বি-২; তারিখ ৫ই অক্টোবর, ১৯৪৫)। এ ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য সংবাদ পাওয়া গেছে যে ১৯৪৪ থেকেই সুভাষ বোস তার মাঞ্চুরিয়া যাবার ব্যবস্থা করে দেবার জন্য জাপানীদের কাছে অনুরোধ করেছিলেন। তিনি তাদের একথা বোঝাতে পেরেছিলেন যে যখন বর্মা থেকে ভারত অভিযান সম্ভব নয় তখন তিনি মস্কো থেকে দিল্লী অভিযানের চেষ্টা করবেন। মিষ্টার বোস সায়গনে পৌঁছবার অব্যবহিত পরে হিকারী কিকান প্রেরিত তারবার্তা আমাদের অনুমানকে জোরদার করেছে। এ সমস্ত ঘটনা দেখলে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে মিষ্টার বোসের আত্মগোপনকে নিরাপদ করার জন্য মিষ্টার বোস ও হিকারী কিকান কর্তৃপক্ষ সম্মিলিতভাবে এক বিরাট পরিকল্পনা করেছিলেন। তারা এও ঠিক করেন যে, নিরাপদ স্থানে মিষ্টার বোস পৌঁছে গেলে তার এক কল্পিত মৃত্যুকাহিনী প্রচার করা হবে। তদন্ত কমিটি এই রিপোর্টটি দেখেছেন কি গোয়েন্দা দপ্তর ?

বৃটিশ গোয়েন্দা বিভাগের এক গোপন রিপোর্টে (মূল ফাইল নং দশ, সিরিয়াল নং-২৭৩, অনুসন্ধান বিভাগ) বলা হয়েছে——গান্ধী প্রকাশ্যে বলেছেন—তিনি বিশ্বাস করেন সুভাষ বোস জীবিত এবং সম্ভবত কোথাও আত্মগোপন করে আছেন। কংগ্রেসী মনে করে গান্ধীর নির্দেশ বস্তুত কোন গোপন সংবাদের উপর ভিত্তি করেই। কলকাতার প্রতিটি দৈনিক সংবাদপত্রে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয় —সেই সংবাদে বলা হয় যে——গান্ধীজী একটি চিঠি-তে বোস ফ্যামিলিকে জানান-—'সুভাষ জিন্দা হ্যায়, ও দোসরা কিসিকা লাস জ্বালা দিয়া হুয়া'। অন্য একটি সূত্রে জানা গেছে সুভাষ গান্ধী ও নেহেরুকে চিঠিতে জানিয়েছেন——তিনি রাশিয়াতে আছেন এবং গোপনে ভারতবর্ষে ফিরে আসতে ইচ্ছুক। অন্যদিকে পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ছাত্রকংগ্রেসের সভাপতির একটি চিঠিতে দেখা যায়, বোস কুর্কিস্থানের কোথাও লুকিয়ে আছেন এবং পত্রলেখক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন। আফগানিস্থানের খোস্ত প্রদেশের গভর্ণরকে ডিসেম্বর মাসে কাবুলস্থ রুশ রাষ্ট্রদূত গোপনে জানিয়েছেন যে বহু কংগ্রেসী নেতা মস্কোতে আশ্রয় নিয়েছেন এবং তার মধ্যে সুভাষ বোসও আছেন। .....তেহরাণ থেকে প্রাপ্ত গোপন রিপোর্টে জানানো হয়েছে——রুশ অফিসাররা স্বীকার করেছেন, সুভাষ বোস মস্কোতে আত্মগোপন করে আছেন। .....রুশ ভাইসকন্সাল জেনারেল মোরাদক গত মার্চ মাসে বলেছেন, বোস রাশিয়াতে আছেন এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য একটি গোপন দল গঠন করছেন। তাইহকু, কংগ্রেস, কাবুল ও তেহরাণের রুশ প্রতিনিধিদের উপরে আমাদের তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হবে। নেতাজী তদন্ত কমিটি বৃটিশ গোয়েন্দা বিভাগের এই রিপোর্টটি দেখছেন কি ?

১৯৪৫ সালে নেতাজীর রহস্যময় অন্তর্ধান এমনই চমকপ্রদ ও নাটকীয় ঘটনাপূর্ণ যে সুভাষচন্দ্র বলতেই আমাদের মানসপটে ভেসে আসে নেতাজীর চিত্র। বিশ্বের ইতিহাসে এমন এক ঐতিহাসিক চরিত্রের দৃষ্টান্ত সত্যিই বিরল। অথচ স্বাধীনতার পরবর্তীকালে দিল্লীর শক্তিমান ও আজ পর্যন্ত যে নেতারা দিল্লীর সিংহাসন আঁকড়ে ধরে আছেন তাঁরা বৃটিশ ও আমেরিকা সাম্রাজ্যবাদীর বন্ধুরূপে নেতাজীর রহস্যময় নিষ্ক্রমনের সত্যিকারের উদ্‌ঘাটনের কোন চেষ্টাই করেন নি। নেহেরুজী বেঁচে থাকতে লোক দেখানো শাহনওয়াজকে সরকারী সুযোগ দিয়ে শাহনওয়াজ তদন্ত কমিটি বসিয়েছিলেন। দ্বিতীয়বার খোলসা কমিটি। উক্ত দুই কমিটির তদন্তে বহু ফাঁক-ত্রুটি থাকায় নেতাজীর মৃত্যু প্রমাণিত হয়নি। নেতাজীর নাম শুনলেই দিল্লীর নেতাদের অন্তরাত্মা চমকে উঠে। তাঁরা ভাল করেই জানেন বা জানতেন——তখন ভারতের ৯৫ ভাগ জনগণ নেতাজীমুখী ও নেতাজী বিশ্বাসী। সেই সময় যদি নেতাজী না হয়েও ঠিক নেতাজী চরিত্রেরন্যায় অন্য ব্যক্তির ভারতে আগমন ঘটলে তাদের দিকে জনসাধারণ ফিরেও তাকাবেনা বরং তাদের বহু স্বার্থ ও সুযোগ ক্ষুন্ন হবে। তাই এখন পর্যন্ত দিল্লীর নেতারা নেতাজীর অন্তর্ধান রহস্য সম্বন্ধে জনসাধারণকে অন্ধকারে রেখেছেন। স্বাধীনতার পর মূহুর্তে নেহেরুজী ও প্যাটেলরা নেতাজীর মৃত্যু জোর গলায় প্রচার করছেন অথচ অজানা কোন ভয়ে নেতাজী ভক্ত সব মিলিটারী ব্যারাকে ও সমস্ত সরকারী অফিসে, আদালতে নেতাজীর ছবি/ফটো রাখা নিষিদ্ধ করেদিলেন, কেন ? তারা সমস্ত জনমানস থেকে নেতাজীর নাম মুছে ভুলিয়ে দেবার সমস্ত চেষ্টা করেছিলেন। নেতাজীর সঠিক মৃত্যু হলে তাঁর নাম বা ছবিকে ভয় কেন? বর্তমানে মুখার্জী তদন্ত কমিশনেও তাঁরা হাত গুটিয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে ভণ্ডামীর প্রলাপ বকছেন। পূর্বের বহু ঘটনা ও হাতের কাছেই লালকেল্লায় মজুত রাখা বহু তথ্য থাকা সত্ত্বেও সেই তথ্য বা প্রামাণিক মূল্যবান দলিল মুখার্জী কমিশনের সামনে পেশ করছেন না। পূর্বের তদন্ত করা সব মূল্যবান তথ্যের ফাইলগুলো উধাও বলেও প্রচার করছেন। কোন কারণে ?

নেতাজীর মত পৃথিবীতে অত বড় মাপের শ্রেষ্ঠ নেতা এর আগে জন্মগ্রহণ করেন নি। বৃটিশ কারাগারে সুভাষের উপর যে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন হয়েছিল অন্য কোন প্রথম শ্রেণীর নেতাকে তা সহ্য করতে হয়নি। তিনি সমস্ত দেশের ও জাতির উপযুক্ত নেতা। ভেবে দেখুন যখন ভারতে গান্ধীজী, প্যাটেল, নেহেরু, জিন্নার মত প্রথম শ্রেণীর নেতা থাকতে লজ্জা ও ঘৃণ্যজনক হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গায় অসংখ্য মানুষকে মরতে হয়েছে যার কোন হিসাব নেই। ঐ সব নেতারা জাতিদাঙ্গা বন্ধ করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিলেন। ঠিক একই সময়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দিকে তাকিয়ে দেখুন——নেতাজীর অধীনে ৮০ ভাগ মুসলমান আজাদহিন্দ বাহিনীতে হিন্দু শিখ ও অন্যান্য জাতির সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নেতাজীর মন্ত্রে অমিত বিক্রমে ভারত থেকে ইংরেজদের সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করার জন্য স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। দুঃখসঙ্কুল রোমাঞ্চকর প্রচণ্ড সঙ্কটের ঘটনা ভারতের অন্য কোন নেতার জীবনে দেখতে পাওয়া যায় ? নেতাজীর আহ্বানে বহু অভারতীয় ভারতের মুক্তিযুদ্ধে প্রাণ দিয়েছেন। তাইতো তিনি সকল নেতার নেতা—'নেতাজী'। এই নেতাজীর জীবনের কাছে অন্য প্রথম শ্রেণীর নেতারা ম্লান-দুর্বল। সেই সময় বহু হিন্দু-মুসলমান বিশ্বাস করতেন যে নেতাজী ভারতে থাকলে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা ও ভারতকে দ্বিখণ্ড করার কাজ হয়তো রুখে দিতে পারতেন। কেন না সুভাষ বড় বেদনার সঙ্গে কালবৈশাখীর আশীর্বাদ নিয়ে শ্রাবণ রাত্রির

৩য় পৃষ্ঠায়

ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায় কেন ?

—রমেন্দ্রনাথ দাস

চোখে দেখিনি, তবে শুনেছি মণি-মাণিক্য দ্যুতিময়। নিজের ঔজ্জ্বল্যে দীপ্তমান, প্রভাময়। আলো কেবল ঠিকরে পড়ে। প্রবাদ প্রবচন কে রচনা করেছিলেন তা জানা যায়না। নির্দিষ্ট অর্থে তা ব্যবহৃত হয়। কিন্তু যুগের সীমারেখার মধ্যে এর অর্থ সীমিত নয়। বাক্যের সীমারেখা অতিক্রম করে ব্যঙ্গার্থে অনেক দূর পর্যন্ত চলে যায়। মণি মাণিক্যের মতো দ্যুতিময়, আলোর মতো অর্থ কেবল ঠিকরে পড়ে।

ঢাকে কাঠি পড়েছে। সুতরাং বাজনা বাজবেই। ঢাকের বাজনা কি খুব শ্রুতিমধুর ? না, তা থেমে গেলেই ভালো। সামনে অঞ্চল পঞ্চায়েতের ত্রিস্তর নির্বাচন। গ্রাম এতদিন শান্ত ছিল। এবার দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে। মুহুর্মুহু বোমার বিকট শব্দে আকাশ বাতাস কেঁপে উঠবে। রণহুঙ্কারে গ্রাম হয়ে উঠবে আতঙ্কিত। সংসার রঙ্গমঞ্চ, ঘটনা কার্যকারণ সূত্রে বাঁধা। কালের পিছনে কারণ বিদ্যমান। এমনি করে ঘটনার ক্রম ধরে ইতিহাস গড়ে উঠে। কিন্তু ইতিহাস পুরাতন হয়না, ভুললে নূতন রূপে আত্মপ্রকাশ করে।

দস্যু রত্নাকরের কাহিনী বোধ করি সবার জানা। সে কত মানুষ হত্যা করেছিল ? তার হিসাব 'নাহি লেখা জোখা'। ভাষা শুনে মনে হয়——তা সংখ্যা দিয়ে গণনা করা যাবে না। এত নরহত্যা আর লুন্ঠন করেও তার চৈতন্যদয় হয়নি। অবশেষে তা হয়েছিল। সে ইতিহাস সবার জানা। পঞ্চায়েত নির্বাচনের কথা বলছিলাম। হ্যাঁ, এ প্রসঙ্গে বলে নিই। মাছ ধরতে গেলে চার করতে হয়, ধৈর্য নিয়ে বসতে হয়। কিন্তু পঞ্চায়েত নির্বাচনে বুথ খোলার সাথে সাথে দখল হয়ে যায়। বিরুদ্ধ দলের সমর্থকদের জোর করে, গালি দিয়ে, গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দেওয়া হয়। তারপর বলিদান পর্ব শুরু হয় সারাদিন ধরে আকাশের প্রজ্জ্বোল সূর্য বোধ করি এর নির্বাক সাক্ষী। জয়ের উল্লাসে আত্মহারার দল পরিতৃপ্তির আনন্দ পেতে চায়।

........জমিদার নিছক কৌতুক দেখার জন্য এক ব্যক্তির শিখার সাথে অন্য ব্যক্তির শিখার গিঁট দিয়ে নাথে নস্য ভরে দিতেন। হাঁচির প্রাবল্যে যখন তারা অস্থির——কৌতুক সৃষ্টিকারীর দল বড় তামাশা উপভোগ করতেন।

সময় বয়ে চলেছে। সমাজ পালটে গেছে। সেই সঙ্গে পালটিয়েছে রুচি, কৃষ্টি, মানবিকতা, সভ্যতা এবং সংস্কার। অত্যাচারের ধারাও পালটিয়েছে। দস্যু রত্নাকরের নরহত্যা আর ক্ষমতাবান কৌতুক প্রিয় জমিদারের রীতিনীতি আলাদা হতে পারে, কিন্তু গোত্র এক।

.......ঝিলম নদীর ধারে যুদ্ধে পুরু পরাজিত হলেন। বন্দী পুরু সম্রাট আলেকজাণ্ডারের সামনে উপস্থিত। প্রশ্ন করা হল, কিরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা করেন?

রাজার প্রতি রাজার আচরণ। পরাজিত পুরু সম্মানিত হয়েছিলেন।

......নির্বাচনী বুথে যাদের খেদিয়ে দেওয়া হয়েছিল——কাজে কাজেই তাদের বিরুদ্ধে বিচার সভা ডাকা হল। বিচারকের দল সভা অলংকৃত করে বসে আছে। জ্ঞানী, মূর্খ, শিক্ষিত, অশিক্ষিত প্রায় প্রত্যেকেই উপস্থিত। পরনের ধুতির অর্ধেক অংশ গোলাকার করে মাথায় জড়িয়েছে। এহেন কৌলিন্যের গুণেই সেই সভার সভাপতি। সভাপতির প্রশ্ন বড়ই সংক্ষিপ্ত। হ্যাঁ / না সংক্ষিপ্ত উত্তর দিতে হবে। তোমরা যে কাজ করেছ তা জঘন্যতম অপরাধ। স্বীকারোক্তি পাওয়া গেল। হ্যাঁ। অনুযোগের সুর শোনা গেল স্বয়ং বিচারপতির কন্ঠ হতে। এক গ্রামে বাস করে এমন কাজ কেউ করে। এবার, পরিস্কার সাদা কাগজে নিজের নাম সহি করে দাও। .....উনি নিজেই গাড়ী করে এসেছেন। ঐ যে ঝাঁ চকচকে গাড়ীতে। উনি শিক্ষিত রুচির জলন্ত বিগ্রহ। নির্বাচনের বাজনা শুনে বিচারকের দল সহর্ষ, উল্লষিত।

ওরা বিব্রত, অসহায়। কারণ ওরা ঘর পোড়া গরু, সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায়।

বিনা ব্যয়ে চিকিৎসা শিবির ফরাক্কার নিশিন্দ্রায়

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ গত ১৩ ফেব্রুয়ারী ফরাক্কা ব্লকের অধীন নিশিন্দ্রা গ্রামে ফরাক্কা এন-টি-পি-সি -র উদিতা মহিলা ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত একদিনের বিনা ব্যয়ে চিকিৎসা শিবিরে ৫৭৮ জন গ্রামবাসী স্বাস্থ্য পরীক্ষার সুযোগ লাভ করেন। তাঁদের মধ্যে দুঃস্থ অভাবী ব্যক্তিদের বিনামূল্যে ওষুধপত্র দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন এন-টি-পি-সি -র জেনারেল ম্যানেজার এস, বি আগরওয়াল। গ্রামপ্রধানসহ অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেনারেল ম্যানেজার পি, কে আগরওয়াল, মহিলা ক্লাবের সভানেত্রী শ্রীমতী অনিতা আগরওয়াল এবং সহ-সভানেত্রী শ্রীমতী রজনী আগরওয়াল। গ্রামবাসীদের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে শ্রীমতী অনিতা আগরওয়াল তাঁদের ক্লাবের আগামী উন্নয়নমূলক কর্মসূচী সম্পর্কে আলোচনা করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে জেলা প্রশাসনের আধিকারিকেরা উপস্থিত হয়ে শিবির পরিদর্শন করেন এবং ক্লাবের এই কর্ম প্রয়াসকে ভূয়সী প্রশংসা করেন। এই শিবিরকে সফল এবং সার্থক করে তুলতে পূর্ণ সহযোগিতা করেছেন গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান, বিদ্যালয় শিক্ষকমণ্ডলী এবং গ্রামবাসীবৃন্দ।

নেতাজী সুভাষ ও ভারত সরকার

(২য় পৃষ্ঠার পর)

বজ্রনিনাদের মধ্যে বজ্রের অনলে নিজের বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে ঝড়-বাদলের আঁধার রাতে অকম্পিত বক্ষে, দৃঢ় পদক্ষেপে ভারতমাতার মুক্তি সাধনার অটল সংকল্প নিয়ে প্রিয় জন্মভূমি থেকে বৃটিশরাজ্যের অতন্দ্র প্রহরা থেকে তিনি মহাসংগ্রামের পথে পাড়ি দিয়েছিলেন। সেদিন তার পাশে কেউ ছিল না। সেদিনও তিনি ছিলেন নিঃসঙ্গ।

বৃটিশরাজ ভারতের প্রথমশ্রেণীর নেতাদের কার্যকলাপে মোটেই ভীত ছিলো না—যতটা ভীত হয়েছিল সুভাষের বেলায়, তাঁর রাজনৈতিক সুসংহত সংগঠন কর্মে। অমিত শক্তিশালী বৃটিশ সরকার সুভাষকে বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রধান শত্রুরূপে স্বীকার করেছিলেন। এই স্বীকৃতি অন্য নেতারা পাননি। এখন পর্যন্ত ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের সরকারী খাতায় মিঃ চন্দ্র বোস্ যুদ্ধ করার অপরাধে অপরাধী লেখা আছে। বড় লজ্জার বিষয়—স্বাধীনতার পর এখনও পর্যন্ত ভারতের কোন শক্তিশালী নেতা বৃটিশের খাতা থেকে যুদ্ধ করার অপরাধে অপরাধী সুভাষ বা নেতাজীর নামটা চিরকালের জন্য মুছে দিতে পারল না। ২৩শে জানুয়ারীর পুর্ণ্যলগ্নে এই মহাভারতের অর্জুনসম মহাবীর, মহাবিদ্রোহী, শ্রেষ্ঠ দেশনায়ক ও দেশ প্রেমীর প্রতি কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ভাষায় নত মস্তকে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানিয়ে ভারত সরকারের কাছে ক্ষুব্ধ কন্ঠে নেতাজী তদন্তের বেলায় 'মুখার্জী কমিশনের' প্রতি চরম অবহেলার জ্বলন্ত প্রতিবাদ জানাচ্ছি—

শ্রদ্ধার্ঘ্য—"তুমি তো আমাদের মত সোজা মানুষ নও,——তুমি দেশের জন্য সমস্ত দিয়াছ, তাই তো দেশের খেয়াতরী তোমাকে বহিতে পারে না, সাঁতার দিয়া তোমাকে পদ্মা পার হইতে হয়। তাই তো দেশের রাজপথ তোমার কাছে রুদ্ধ, দুর্গম। পাহাড়, পর্বত তোমাকে ডিঙাইয়া চলিতে হয়;—কোন বিস্মৃত অতীতে তোমারই জন্যে তো প্রথম শৃঙ্খল রচিত হইয়াছিল, কারাগার ত শুধু তোমাকে মনে করিয়াই প্রথম নির্মিত হইয়াছিল,——সেই তো তোমার গৌরব! তোমাকে অবহেলা [illegible] সাধ্য কার! এই যে [illegible] বিপুল [illegible] দুঃখের দুঃসহ [illegible] [illegible] [illegible]!"

[illegible] তদন্ত [illegible] করে যাচ্ছেন তাদের কাছেও কিছু প্রশ্ন রাখছি, আশাকরি নিজস্ব কর্মসূচী অনুসারে কাজ করার সময়ে নেতাজী তদন্ত কমিটি আমাদের তথ্যগুলি যাচাই করে দেখবেন এবং জনসাধারণের সন্দেহ নিরসন করবেন। নেতাজীর যে মৃত্যু হয়নি সে সম্বন্ধে বিভিন্ন ঘটনা ও যুক্তি আমরা তুলে ধরছি বিভিন্ন উৎস থেকে।

প্রথমত ঃ নেতাজীর মৃত্যুসংবাদ প্রথম ঘোষণা করে জাপানের সরকারী রেডিও ১৯৪৫ সালের ২২শে আগষ্ট সন্ধ্যাবেলা। সেই ঘোষণায় বলা হয়——অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জাপানের নবগঠিত সরকার এই সংবাদ জানাতে বাধ্য হচ্ছেন যে,——ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের মহান নেতা, আজাদহিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক মিষ্টার চন্দ্র বোস গত ১৮ই আগষ্ট দুপুর ২টো বেজে ৩৫ মিনিটের সময় তাইহকুতে এক বিমান দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়ে জাপানের একটি হাসপাতালে আনীত হন, ডাক্তারের অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁকে বাঁচানো যায়নি। ঐ দিন মধ্যরাত্রে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

আমাদের প্রথম প্রশ্ন——সংবাদের মধ্যে 'বাধ্য হচ্ছেন' শব্দগুলি কেন ? দ্বিতীয় প্রশ্ন—নেতাজীর মৃত্যু সংবাদ তিনদিন ধরে (১৯, ২০, ২১ আগষ্ট) জাপান সরকার কেন চেপে রেখেছিলেন ? তৃতীয় প্রশ্ন———মার্কিন জেনারেল ম্যাক আর্থার জাপানে অবতরণ করার সঙ্গে সঙ্গেই কেন নেতাজীর মৃত্যু সংবাদ ঘোষিত হল ? চতুর্থ প্রশ্ন——হাসপাতালের নাম ঐ ঘোষণায় কেন উল্লেখ করা হয়নি ?

জাপান রেডিও ছাড়া দোমেই নিউজ এজেন্সী বিশ্বময় খবরটি প্রচার করে। সেই সংবাদে বলা হয়েছিল—লেফটেন্যান্ট্ জেনারেল কিমুরাও একই প্লেনে নেতাজীর সঙ্গে যাচ্ছিলেন এবং দুর্ঘটনার (১৮ই আগষ্ট) ফলে তিনিও মারা যান। কিন্তু বৃটিশ সামরিক বিভাগের খবর অনুযায়ী জেনারেল কিমুরাও ২০ আগষ্ট (১৯৪৫) সিঙ্গাপুরে ছিলেন এবং ১৯৪৫ সালের ২৮শে লণ্ডনের B.B.C তার সংবাদে বলে—বিমানটি সুভাষ বোসকে নিয়ে তাইহকুতে বিমান দুর্ঘটনায় পতিত হয়েছে বলে জাপান সরকার ঘোষণা করেছেন সেই বিমানটিকে আগে মাঞ্চুরিয়ার আকাশে উড়তে দেখা গিয়েছে। আমাদের অনুরোধ——দোমেই নিউজ এজেন্সীর খবরের সত্যাসত্য অনুসন্ধান করুন। আরেকটি প্রার্থনা—২৮-০৮-১৯৪৫ তারিখে B.B.C সংবাদের বিস্মৃত ব্যাখ্যা [illegible] পাঠান। (চলবে)

পাত্র চাই

[illegible] (২৭) ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি

[illegible]

[illegible] শিক্ষিকা।

[illegible]

[illegible] (মুর্শিদাবাদ)

কেন্দ্রের চাপে দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাসকারীর (১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রকাশ পায়। সেই তালিকা অনুযায়ী প্রশাসন থেকে রেশন কার্ড বিলির কথা ঘোষণা করায় পূর্বতন তালিকা থেকে ছাঁটাই হয়ে যাওয়া মানুষরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে প্রায় ব্লকেই পালা করে কংগ্রেস, সি পি এম, এস ইউ, সি আই বি পি এল তালিকার বিরুদ্ধে ডেপুটেশন দিয়েই যাচ্ছে বলে খবর। তবে প্রশাসন চল্লিশ শতাংশের উপরে না গিয়ে তালিকা আরও সংক্ষিপ্ত করার উপর এখন জোর দিচ্ছে। এলাকায় ঘুরে ঘুরে তদন্ত সাপেক্ষে বি পি এল তালিকায় থাকার যোগ্য নয় এমন মানুষদের নাম কেটে বাদ দেওয়া হচ্ছে বলে জানা যায়। তবে সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত প্রধান ও সদস্যর সাহায্য নিয়ে একাজ বড়ই কঠিন বলে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক দায়িত্বশীল আধিকারিক মন্তব্য করেন। অন্যদিকে তালিকা নিয়ে এত সোরগোলের মধ্যে জেলাশাসক গত ৭ ফেব্রুয়ারী সুতী-২ ব্লকের চারজন দুঃস্থ মহিলাকে অন্নপূর্ণা বি পি এল কার্ড বিতরণ করেন। এছাড়াও ঐ ব্লকে ১৫৫ জন অন্নপূর্ণা, ১৮৫৩টি পরিবার অন্ত্যোদয় প্রকল্প এবং ১৪,৬৪৭ জন বি পি এল তালিকাভুক্ত পরিবার আছেন, যাদের প্রত্যেককে ২৫ ফেব্রুয়ারী ০৩ -এর মধ্যে কার্ড বিতরণের জন্য জেলা শাসক বিডিও সুতী-২ কে নির্দেশ দেন বলে জানা যায়।

চাঁইদের জমিতে ঘোষেরা লুঠতরাজ চালাচ্ছে অবাধে

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রঘুনাথগঞ্জ থানার জরুর গ্রাম পঞ্চায়েতের খুড়িপাড়া গ্রামে চাঁইদের জমির ফসল পার্শ্ববর্তী গ্রাম গোপালনগরের ঘোষেরা নষ্ট করে লুঠতরাজের রাজত্ব কায়েম করেছে বলে অভিযোগ। চাঁইদের পক্ষে ধনঞ্জয় মণ্ডল স্থানীয় থানায় অভিযোগ জানান যে, গোপালনগরের ঝন্টু ঘোষ, অসীম ঘোষ, গৌর ঘোষ খুড়িপাড়ার কয়েকজন চাঁই সম্প্রদায়ের মানুষের জমিতে জোর করে গরু চড়িয়ে দিয়ে মাঠের ফসল গম, পেঁয়াজ, ডাল প্রভৃতির সমূহ ক্ষতিসাধন করছে। বাধা দিতে গেলে লাঠি সোঁটা নিয়ে আক্রমণ করছে। গত ৮ ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যে রাতে উক্ত অসীম ঘোষসহ তিন-চারজন দুষ্কৃতি ধনঞ্জয় মণ্ডল ও তাঁর স্ত্রীকে পুড়িয়ে মারার জন্য ঘরে আগুন ধরিয়ে দেয় বলেও থানায় অভিযোগ করা হয়েছে।

জমি সংক্রান্ত বিবাদে বোমার আঘাতে গৃহবধূর মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সামসেরগঞ্জ থানার ঝিকরহাটি নপাড়া গ্রামে জমি সংক্রান্ত বিবাদে বোমার আঘাতে এক গৃহবধূর মৃত্যু হয় ও দুজন আহত হয়। একটি জমিকে নিয়ে ঘটনার সূত্রপাত। বেশ কিছুদিন পূর্বে ঐ গ্রামের আনার সেখ তার জমি ছোট ভাই মেসুরুদ্দিনকে বিক্রি করে দেন। কিন্তু সেই জমি তিনি দখল দিচ্ছিলেন না। এই নিয়ে তাদের মধ্যে মন কষাকষি শুরু হয়। গত ১৫ ফেব্রুয়ারী এই নিয়ে গ্রাম্য সালিশ হবার কথা ছিল। তাই ছোট ভাই মেসুরুদ্দিন বাড়িতে ছিলেন না। মেসুরুদ্দিনের মা, স্ত্রী তামিজা বিবি এবং তার আড়াই বছরের এক বাচ্চা ছেলে বাড়িতে ছিল। ঐ সময় বড় দাদা আনার সেখ ছোট ভাইয়ের স্ত্রী তামিজাকে বোমা দিয়ে সরাসরি আঘাত করলে তামিজা ঘটনাস্থলে মারা যান। মায়ের ডান চোখ নষ্ট হয়ে যায়, বাচ্চাটিরও বাম পায়ে আঘাত লাগে। আহতদের জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আনার সেখ পলাতক।

যুবতী পরিচারিকার অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু রহস্য এখনও রহস্যে

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ১৫ ফেব্রুয়ারী ধুলিয়ান কিষাণ বিড়ি ফ্যাক্টরীর মালিকের বাড়িতে দুপুর ১-৩০ নাগাদ ঝুমা নামে এক সতের বছরের যুবতী অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যান। গৃহস্বামী এটাকে গ্যাস সিলিণ্ডার ফেটে গিয়ে নিছক অঘটন বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু প্রতিবেশীদের মতে এটা গ্যাস সিলিণ্ডার ফেটে মৃত্যু নয়। কারণ ঝুমা দীর্ঘদিন থেকে কিষাণ বিড়ির মালিকের বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করতেন। তাঁর বাড়ি বীরভূমের ভদ্রপুর গ্রামে। যে ঘরে অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় ঝুমাকে পাওয়া যায় সেই ঘরের মধ্যে কয়েকটা ড্রাম ও বিছানাপত্তর ছাড়া কিছু ছিল না। এছাড়া রান্নাঘর নীচে [illegible]র ঝুমা মারা যান দোতলায়। মালিকপক্ষ নিজেদের আড়াল করার জন্যই [illegible] অস্বাভাবিক মৃত্যুকে এইভাবে চাপা দেবার চেষ্টা চালাচ্ছেন। সঠিকভাবে তদন্ত [illegible] এর প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটন হবে বলে এলাকার মানুষের ধারণা। এই ঘটনায় [illegible]ন পর্যন্ত কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।

ট্রাক্টর বিক্রয়

উত্তম চালু অবস্থায় ৩৫ এইচ, পি, এইচ, এম, টি (এইচ এম. টি) ট্রাক্টর ট্রলিসহ বিক্রয় আছে। ইচ্ছুক ব্যক্তি নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন ঃ-

সন্দীপ ভট্টাচার্য্য

(বি কে স্টীল), রঘুনাথগঞ্জ এফ সি আই গোডাউনের সামনে।

আইনজীবীর জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জঙ্গিপুর বারের প্রতিষ্ঠিত আইনজীবী সমীর চক্রবর্ত্তী গত ২৩ ফেব্রুয়ারী সকালে তাঁর জঙ্গিপুর বাসভবনে হঠাৎ জ্ঞান হারান। তাঁকে জঙ্গিপুর হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত ঘোষণা করা হয়। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৫৯ বছর। এ অঞ্চলের একজন পারদর্শী ব্যাটমিন্টন খেলোয়াড় ছিলেন সমীরবাবু। এক সময় যাত্রা নাটক করেও সুনাম পেয়েছেন। জঙ্গিপুর বারে দীর্ঘ সময় সেক্রেটারী ও জঙ্গিপুর কলেজ গভঃ বডির সদস্য ছাড়াও অনেক জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি।

সরস্বতী লাইব্রেরীতে এবার সরস্বতী পুজো নমঃ নমঃ

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জঙ্গিপুরের সুপ্রাচীন প্রতিষ্ঠান সরস্বতী লাইব্রেরীতে এবারে সরস্বতী পুজো হয়েছে নামমাত্র। দেখভালের অভাবে কয়েক বছর ধরে লাইব্রেরীটি বন্ধ। ঐতিহ্যপূর্ণ প্রতিষ্ঠানটি চালুর ব্যাপারে সংস্কৃতি প্রেমী বা রাজনীতিপ্রেমী কোন মানুষেরই মাথা ব্যথা নেই। বর্তমানে লাইব্রেরীর একটি ঘরে বইপত্রগুলো গুদামজাত করে বাকী ঘরগুলো তরিতরকারীর আড়ত, ডেকোরেটরের ষ্টোর রুম করে রেখে সংস্কৃতি চর্চ্চার কণ্ঠরোধ করা হচ্ছে।

ফায়ার ফাইটিং বেসিক ট্রেনিং কোর্সের উদ্বোধন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ৭ ফেব্রুয়ারী সুতী-২নং পঞ্চায়েত সমিতি সভাকক্ষে ভারতীয় রেডক্রশ সমিতির মুর্শিদাবাদ শাখার উদ্যোগে ও সুতী-২নং রেডক্রশ কমিটির ব্যবস্থাপনায় ফায়ার ফাইটিং বেসিক ট্রেনিং কোর্সের উদ্বোধন হয়। সহযোগিতা করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অগ্নি নির্বাপক সংস্থা। অনুষ্ঠানে জেলা শাসক মনোজ পন্থ, মহকুমা শাসক পুনিত যাদব, সুতীর বিধায়ক জানে আলম মিঞা, সুতী-২নং পঞ্চায়েত সভাপতি মহঃ হোসেন আলি, ডিভিশনাল অফিসার ডব্লু.বি.এফ.এস বহরমপুর ডি-২ ডিভিশন প্রাণতোষ মজুমদার, প্রবীণ শিক্ষাবিদ্ জীবেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী ও জেলা প্রকল্প আধিকারিক শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্প প্রত্যর্পণ সিংহ রায় উপস্থিত ছিলেন। জেলা শাসক মনোজ্ঞ ভাষণে ফায়ার ফাইটিং ট্রেনিং কোর্সের বিশদ ব্যাখ্যা দেন। তাছাড়া তিনিও উপস্থিত সকলকে আসন্ন পালস পোলিও কর্মসূচী ও শৌচাগার নির্মাণ প্রকল্পে যোগদানের জন্য আহ্বান জানান। এই সভায় বি.এম.ও.এইচ -এর অনুপস্থিতি বিশেষভাবে সমালোচিত হয়। সুতী-২ এর বিডিও বিদ্যুৎ কুমার সাধু, সভাপতি হোসেন আলি সামগ্রিকভাবে কর্মসূচীগুলিকে সফল করার অঙ্গীকার করেন।

মোটর সাইকেল দুর্ঘটনায় একজনের মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের মির্জাপুর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট সন্তোষপুর গ্রামের আবদুর রউফ সরস্বতী পুজোর আগের দিন রঘুনাথগঞ্জ থেকে বাড়ী ফেরার পথে আইলের উপরে মোটর সাইকেল দুর্ঘটনায় মাথায় প্রচণ্ড আঘাত পান। তাঁকে জঙ্গিপুর হাসপাতাল থেকে বহরমপুর, পরে কলকাতা নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তিনি মারা যান। গত ১৪ ফেব্রুয়ারী মির্জাপুর স্কুলে এক শোক সভায় তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়।

সি পি এম থেকে ব্যাঙ্কে ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ৪ ফেব্রুয়ারী সাগরদীঘির মনিগ্রাম গৌড় গ্রামীণ ব্যাঙ্কে স্থানীয় সি পি এম পার্টি থেকে এক ডেপুটেশন দেওয়া হয়। প্রধান দাবীগুলোর মধ্যে ছিল— ১) এ্যাকাউন্ট খুলতে গিয়ে সাধারণ মানুষকে হয়রান হতে হচ্ছে। ৫০০ টাকার কমে এ্যাকাউন্ট খোলা হচ্ছে না। এর ফলে সরকারের দেওয়া গৃহ নির্মাণের চেক ভাঙাতে গিয়ে গরীব মানুষকে হিমসিম খেতে হচ্ছে। ২) এ, সি, পি এবং এস, পি লোন অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে দিতে হবে ইত্যাদি। ডেপুটেশনে অংশ নেন মোহন চ্যাটার্জী, কাজেম আলি, লক্ষ্মীরাম সরেন প্রমুখ।

অভ্যর্থনা সমিতির সভায় মহকুমাবাসীকে অভিনন্দন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ৭ ফেব্রুয়ারী রঘুনাথগঞ্জ রবীন্দ্র ভবনে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক কৃষক সভার রাজ্য সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির এক সভা হয়। সভার শুরুতে মানিক চ্যাটার্জী ও শিপ্রা কৈলঠা সঙ্গীত পরিবেশন করেন। কৃষক সম্মেলন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবার জন্য জঙ্গিপুরবাসী ও স্বেচ্ছাসেবকদের অভিনন্দন জানান অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ও সি পি এমের জেলা সম্পাদক মধু বাগ, অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক তিমির ঘোষ, অভ্যর্থনা সমিতির কোষাধ্যক্ষ তথা জঙ্গিপুর জোনাল কমিটির সম্পাদক মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য। অভ্যর্থনা সমিতির সদস্য ও শহরবাসীদের নিয়ে প্রায় সাতশো মানুষের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে এলাকার মানুষজনকে তাদের পাশে দাঁড়িয়ে সহযোগিতা করার আহ্বান জানান নেতৃবৃন্দ।

বিশেষ সুখবর

হাত পা ফাটায় যারা বারো মাস কষ্ট পাচ্ছেন তাদের কাছে সুখবর। দু'দিন ব্যবহার করলেই এর গুণাগুণ বুঝতে পারবেন।

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ-

সেখ হোমিও হল

সম্মতিনগর মাছ বাজারের পিছনে
ফোন- (০৩৪৮৩) ২৬৯৪০৬

[illegible]ঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ), পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
[illegible] তুফান কান্তি দাস, গোপালনগর, রঘুনাথগঞ্জ, মোবাইল- ৯৪৩৪১০৮৭৭৫, ফোন- ২৬৬৯৬১ E-mail: ksh_tufan100@sancharnet.in